বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমির রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ (শীতকালীন)-২০১৭

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমি, যশোর, রবিবার, ১৭ পৌষ ১৪২৪, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বিমান বাহিনী প্রধান,

সেনা ও নৌ বাহিনী প্রধানগণ,

বিমান বাহিনী একাডেমির কমান্ড্যান্ট,

সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ,

প্রিয় ক্যাডেটবৃন্দ

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমির বর্ণাঢ্য প্রশিক্ষণ সমাপন কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ যারা কমিশন লাভ করতে যাচ্ছ, তোমাদের সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

আজকের দিনে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ এবং দু'লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। বিমান বাহিনীর শহিদ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। মুক্তিযোদ্ধা ভাইবোনদের সালাম।

স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি শক্তিশালী এবং প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার জন্য জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করেন। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সামরিক কৌশলগত দিক বিবেচনায় রেখে তিনি একটি আধুনিক বিমান বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে সে সময়কার অত্যাধুনিক MIG-21জঙ্গী বিমান, এমআই-৮ হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন, এএন-২৪ পরিবহন বিমান এবং রাডার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে সংযোজন করেন।

১৯৭৫-এ জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর ১৯৯৬ সালে আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে কেউ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেনি।

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা বিমান বাহিনীকে আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী করার কার্যক্রম হাতে নিই। আমরা ২০০০ সালে বিমান বাহিনীতে ৪র্থ প্রজন্মের অত্যাধুনিক মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান, বড় পরিসরের সি-১৩০ পরিবহন বিমান এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আকাশ প্রতিরক্ষা রাডার সংযোজন করি। ২০০০ সালে আমরাই সর্বপ্রথম সশস্ত্র বাহিনীতে নারীদের কমিশন্ড অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া শুরু করি।

জাতির পিতার প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে আমরা সশস্ত্র বাহিনীর জন্য দীর্ঘমেয়াদি 'ফোর্সেস গোল-২০৩০' প্রণয়ন করি। এই গোলের আলোকে আমরা ইতোমধ্যে বিমান বাহিনীতে সংযোজন করেছি বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ বিমান, পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার, ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আকাশ প্রতিরক্ষা রাডার।

এছাড়া শীঘ্রই বিমান বাহিনীতে যুক্ত হতে যাচ্ছে মাল্টি রোল কমব্যাট এয়ারক্রাফট, উন্নত পরিবহন বিমান, অত্যাধুনিক বেসিক ট্রেনিং হেলিকপ্টার, জেট ট্রেনার এয়ারক্রাফট, সিমুলেটর, আন-ম্যানড এরিয়াল ভেহিকেল সিস্টেম, লং অ্যান্ড সর্ট-রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্স রাডার এবং মিডিয়াম রেঞ্জ সারফেস টু এয়ার মিসাইল। পাশাপাশি, ঘাঁটি ও সদরদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

বরিশাল ও সিলেটে নতুন দুটি বিমান বাহিনী ঘাঁটি স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। আমার বিশ্বাস, এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আরও শক্তিশালী হবে এবং এর সক্ষমতা বাড়বে।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সদস্যদের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি দেশ ও জাতির যে কোন প্রয়োজনে ভূমিকা রাখতে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। দেশ-বিদেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা, উদ্ধার তৎপরতা ও ত্রাণ

সামগ্রী বিতরণে আমাদের বিমান বাহিনী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর তাৎপর্যপূর্ণ অবদান বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং স্বাধীনতার পর দেশ ও জাতির কল্যাণে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবছর বিমান বাহিনী স্বাধীনতা পদক পেয়েছে। বিমান বাহিনী দেশের এ সর্বোচ্চ পদক অর্জন করায় আমি বিমান বাহিনীর সকল সদস্যের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সুধী,

বিমান বাহিনী একাডেমির জন্য আন্তর্জাতিকমানের 'বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স' নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই কমপ্লেক্সের কাজ শেষ হলে বিমান বাহিনী একাডেমির কর্মপরিধি বৃদ্ধিসহ প্রশিক্ষণের মান আরও বাড়বে। সম্প্রতি বিমান বাহিনীতে সংযোজিত কে-এইট ডব্লিউ জেট ট্রেনার, ওয়াই এ কে-130 কমব্যাট ট্রেনার এবং এল-410 ট্রান্সপোর্ট ট্রেনার এই বাহিনীর উড্ডয়ন প্রশিক্ষণকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছে। বিমান বাহিনী একাডেমির পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোরও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

তা ছাড়াও এই একাডেমির প্রশিক্ষণ আধুনিকায়ন ও ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন স্থাপনা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট রয়েছি। এ সকল উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমি শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও সুনাম বয়ে আনতে সক্ষম হবে বলে আমি আশাবাদী।

প্রিয় নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ,

বিমান বাহিনী একাডেমি থেকে যে মৌলিক প্রশিক্ষণ তোমরা গ্রহণ করেছ, কর্মজীবনে তার যথাযথ অনুশীলন ও প্রয়োগের জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকবে। সততা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। তোমরা নিজেদের এমনভাবে গড়ে তুলবে, যাতে তোমরা দেশ ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পার।

প্রশিক্ষণ শেষ করার পর আজ থেকে শুরু হচ্ছে তোমাদের বৃহত্তর কর্মজীবন। প্রিয় মাতৃভূমি রক্ষার গুরুদায়িত্ব পালনে আজ থেকে তোমরাও অংশীদার। আমি আশা করি, দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এবং পবিত্র সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তোমরা বাংলার আকাশ মুক্ত রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সঙ্কল্পবদ্ধ থাকবে। ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা অর্জনে তোমরা সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

মনে রাখবে, ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা পেয়েছি। জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। তোমরা এ দেশেরই সন্তান। নিজেদের কখনই সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাববে না। তাঁদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সব সময় চেষ্টা করবে।

প্রিয় বিমান বাহিনীর সদস্যবৃন্দ,

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মাত্র তিনটি বিমান নিয়ে যে বাহিনীর জন্ম, সে বাহিনী আজ অত্যাধুনিক বিমান, আকাশ প্রতিরক্ষা রাডার, ক্ষেপনাস্ত্র, এমনকি বিমান রক্ষণাবেক্ষণে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত দিক থেকে অচিরেই জাতির পিতার কাঙ্ক্ষিত অত্যাধুনিক, পেশাদার ও চৌকস বিমান বাহিনী হিসেবে দেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়-'' বঙ্গবন্ধু প্রণীত এই নীতির আলোকে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। আর্থ-সামাজিক খাতে আমরা দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জন করেছি। এই অর্জনকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই। ইনশাআল্লাহ, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

এই মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজে পুরুষদের পাশাপাশি নারী ক্যাডেটদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে আমি সত্যিই আনন্দিত ও গর্বিত। তাদের এই কমিশনপ্রাপ্তি বর্তমান সরকারের নারীর ক্ষমতায়নের দৃঢ় নীতিরই প্রতিফলন। আমরা বিশ্বাস করি জাতীয় অগ্রগতিতে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এজন্য সশস্ত্র বাহিনীতেও নারীদের ব্যাপকহারে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

সম্প্রতি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ২ জন নারী পাইলট জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনের জন্য কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে গিয়েছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

সবশেষে, একাডেমির কমান্ড্যান্টসহ প্রশিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকের এই প্রশিক্ষণ সমাপন কুচকাওয়াজ সফলভাবে সম্পন্ন হল, তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অভিভাবকবৃন্দের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

নবীন কর্মকর্তাদের কর্মময় জীবনের সাফল্য কামনা করে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...